কুষ্টিয়ায় নারী বাতায়ন’র উদ্যোগে হাসপাতালে হুইল চেয়ার প্রদান

কুষ্টিয়ায় নারীদের নিয়ে কাজ করা সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নারী বাতায়ন এর পক্ষ থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল রবিবার দুপুরে সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হুইলচেয়ার হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী, পিসিসিইইউ’র ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ লয়নী নিহার, নারী বাতায়ন ও মৌবনের কর্মকর্তা মীর তনিমা ও অনিক মাহমুদসহ সংশ্লিষ্টরা।
এ সময় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী সামাজিক ও মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য মৌবন কর্তৃপক্ষ এবং নারী বাতায়ন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। সংগঠনের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী বলেন, ভালো কাজের সঙ্গে সবসময় আমরা ছিলাম আমরা থাকবো। তিনি বলেন, নারী বাতায়ন সংস্থাটি মৌবনের উদ্যোগ। আমরা ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে শামিল হই। হাসপাতালে একে আমি অনুভব করলাম হাসপাতালে আগত রোগীদের জন্য ট্রলির ব্যবহার রয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী রোগী আসলে তার জন্য করণীয় তেমন কোন হুইলচেয়ার নেই। তাই হাসপাতালে এই এই হুইলচেয়ার বিতরণ করলাম।

কুষ্টিয়ায় বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, গুলি ও ইয়াবাসহ আটক-

১

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, ৭ রাউন্ড গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জাহিদুল ইসলাম (৪৭) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গত শনিবার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করে হাইওয়ে পুলিশ।
আটককৃত জাহিদুল ইসলাম ভেড়ামারা পৌরসভার কাচারি পাড়ার মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন জানান, রাতে লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপয়েন্টে থামতে নির্দেশ দিলেও না মেনে ছুটে চলে। পরে তাকে পিছু নিয়ে আটক করতে সক্ষম হই। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, ৭ রাউন্ড গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
আটককৃত জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভেড়ামারা থানায় অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

হরিজন শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করলো নারী বাতায়ন

সুবিধাবঞ্চিত হরিজন শিশু। পড়ালেখার সুযোগ হয় না তাদের। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠে ওরা। দলিত এই জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ের পাশে ‘মঙ্গলালোকে’ নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজের অবহেলা আর বৈষম্যের শিকার এ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতেই স্কুলটি গড়ে তুলেছেন মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন নামের এক সংগঠন।
খোলা আকাশের নিচে চট বিছিয়ে বসে পড়ালেখা করবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
গতকাল শনিবার বিকেলে সেখানকার অর্ধশতাধীক শিশুদের মাঝে খাতা,

কলম, রং পেন্সিল, স্কেল, শিক্ষা উপকরণ, স্কুল ব্যাগ, খেলাধুলার জন্য ফুটবল ও লুডু বিতরণ করা হয়।
এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে নারী বাতায়নের এ্যাডমিন মোস্তাফা স্বপ্নীল, নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি, মৌবনের এক্সিকিউফ অফিসার মীর তনিমা, অনিক মাহমুদ, শিক্ষক শিলা আক্তার, জাতীয় শিশু সংগঠন (এনসিটিএফ) কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক লামিয়া সুলতানা পাবনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে এখানে একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো শিশুরা।
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর স্লোগনকে সামনে রেখে ‘মঙ্গলালোকে’ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং সুন্দর হাতের লেখা ও ছবি অঙ্গন শিখবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
লেখাপড়া করে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সিবা বাঁসফোর, অনিল বাঁসফোরসহ আরও অনেকে।
বাসিন্দা অভিভাবক বেগম বাঁসফোর বলেন, হরিজন সম্প্রদায়ের পড়াশোনা-বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা এ স্কুলটিতে এখন পড়তে পারবে। এ যেন আমাদের খুশীর সংবাদ। আগে এ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে ছিল কিন্তু মৌবনের উদ্যোগে নারী বাতায়ন এখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করায় তাদের ধন্যবাদ।
নারী বাতায়নের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আন্জুম জনী বলেন, এ সম্প্রদায়ের শিশুরা অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের পড়ালেখায় পারদর্শী করে তুলতে পারলেই তারা মানুষের মতো মানুষ হবে। তিনি আরও বলেন, হরিজন আমাদের দেশে একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব সুবিধা হতে তারা বঞ্চিত। হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। এটি সকলকে ভেবে দেখতে হবে।’ আমরা আমাদের সাধ্যমতো হরিজন সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সব ধরনের সহযোগিতা চেষ্টা করবো বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি বলেন, হরিজন শিশুদের বর্ণমালা শেখার আগ্রহ আছে। কিন্তু বয়স্কদের মধ্যে অধিকাংশেরই শিক্ষা না থাকায় শিশুদের পড়াশোনা করানোর বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ কম। এই নারী বাতায়নের মাধ্যমে তারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটা সম্পন্ন করতে পারবে।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।

আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।

পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

কুমারখালীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রেশমা নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার হোগলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তুপ থেকে এই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এলাকাবাসী জানান, এক বছর আগে কুমারখালীর হোগলাপাড়া গ্রামের ওহাবের ছেলে সুমনের সঙ্গে তেবাড়িয়া গ্রামের রেফাজের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। সুমন মাদকাসক্ত থাকায় বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রেশমা নিখোঁজ ছিল। গতকাল শনিবার ভোরে বাড়ির পাশে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খড়ের আবর্জনা সরালে নিহত রেশমার লাশ দেখতে পাওয়া যায়। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।
রেশমার পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাদকাসক্ত স্বামী তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর মৃতদেহ আবর্জনায় মধ্যে চাপা দিয়ে রাখে। কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছে। তাকে ধরতে জোর চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে পজিটিভ রোগীদের সেবা দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো. আসাদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র ‘সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ওষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে এসব রোগীদের সেবা সুশ্রুষার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে করোনা পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা. নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো।

সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেন। সেসময় আমি ছাদে পোষাক নাড়তে গেলে আমাকে নিষেধ করা হতো। আমাকে বন্দী থাকতে বলা হতো।

পরে আমি সুস্থ হয়ে এই করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। কুষ্টিয়ার অনেক করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ রোগীর বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস দিতাম। রোগীদেরে বাসায় গিয়ে দেখভাল করা, ওষধ খাওয়ানো, অক্সিজেন দেওয়া, অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজের মাপা, তাপমাত্রা মাপা, খাবার দেওয়া, শরীরে ইনজেকশন পুশ করাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া দায়িত্ব ছিলো আমার।

এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখতাম সেসব করোনা রোগীরা কত অসহায়। পরিবার পরিজনরা কাছে আসতে চায় না। দূরে দূরে থাকে। খাবার দিতে চায় না। ওয়ান টাইম প্লেটে ও গ্লাসে পানি পান করতে দিতো তাদের। এসব আমাকে কষ্ট দেয়। আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের উপকারে না

আসি তাহলে কিসের মানুষ?-যোগ করেন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে কুষ্টিয়া শহরের ব্যবাসায়ী বাবু অজয় সুরেকা বলেন, করোনার সময়ে মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেক চিকিৎসক। সেখানে আসাদুল সত্যি তার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সেসময়। তিনিই আমার পাশে এসেছিলেন। আমার ওষধ থেকে শুরু করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমাকে সেবা সহযোগিতা করেছে। এতে করে তার কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলো না।

নারী বাতায়নের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, আমরা করোনাকালীন সময়ে ফাইন্ড এ ফরচুন ও নারী বাতায়ন সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম করতে গিয়েও করোনা রোগীদের সেবার জন্য এই আসাদুল ইসলামের সবর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। তিনি নিজেই ছুটে গেছেন জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনার রোগীদের বাড়ি বাড়ি সেবা করার জন্য। সত্যি সে মানবিক কাজ করেছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির বলেন, সত্যি আসাদুল ইসলাম ব্রাদার হলেও তিনি এ করোনাকালীন সময়ে অনেক রোগীকে সেবা করেছেন।

কুষ্টিয়ায় ২কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অভিযান চালিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে বহন করার সময় ২কেজি গাঁজাসহ জুয়েল (৪২) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ।

আটক জুয়েল দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি এলাকার আরব আলীর পুত্র। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ভেড়ামারা-দৌলতপুর সড়কের হাওয়াখালী এলাকায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)’র এসআই লুৎফর রহমান ও এসআই জুবায়ের হোসেনের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালায়।

এসআই জুবায়ের জানান, মাদক ব্যবসায়ী জুয়েল চাউল রাখার টিনের মধ্যে আরেকটি পার্টিশন করে উপরের অংশে সামান্য কিছু বাদাম রেখে নিচের অংশে বস্তায় করে অভিনব পদ্ধতিতে অটো রিকশাতে করে গাঁজা বহন করছিল।
ঘটনায় ভেড়ামারায় থানায় মাদক আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ডিবি পরিচয়ে ছিনতাইকারী যুবক আটক

কুষ্টিয়ায় ডিবি পরিচয়ে ট্রাক ছিনতাইকালে রনি আহাম্মেদ নামে এক ছিনতাইকারীকে আটক করেছে র্যাব -১২ সিপিসি ক্যাম্পের অভিযানিক দল। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬ টার দিকে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত খেলনা পিস্তল ও ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রীসহ এই ছিনতাইকারীকে আটক করে র্যাব।
আটককৃত রনি আহাম্মেদ মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
র্যাব-১২ সিপিসি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর গাফ্ফারুজ্জামান জানান, দীর্ঘদিন ধরে আটককৃত ব্যক্তিসহ একটি চক্র ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ করে আসছিলো। ভোররাতে এক ট্রাক ড্রাইভারকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ট্রাক ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে চক্রটি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার সাথে আরও কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। চক্রের সকল সদস্যকে আটকের চেষ্টা চলছে।
আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানিয়েছে র্যাব।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি পেলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর

জাতিসংঘ-আফ্রিকা ইউনিয়নের হাইব্রিড মিশন দারফুর, সুদানে শান্তিরক্ষায় কঠোর পরিশ্রম আর অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসা সনদ পেলেন বাংলাদেশ ফর্মড পুলিশ ইউনিটের এডমিন অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই-আলম সিদ্দিকী।
উনামিড মিশনে নিযুক্ত শান্তিরক্ষা মিশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ড. সুলতান আজম তিমুরি গতকাল (২৫ ফেব্রুয়ারি) দারফুর এলফাশের লগবেইজড সুপারক্যাম্পে তার নিজস্ব কার্যালয়ে এই সনদ প্রদান করেন।
তপ্ত মরুভূমির বৈরি পরিবেশে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নূর-ই-আলম সিদ্দিকী সর্ব্বৃহত নিয়ালা সুপার ক্যাম্প, আল ফেশার ক্যাম্প, কুটুম ক্যাম্প এর নিরাপত্তা দক্ষতার সাথে প্রদান করেন।
যথাযথ সিকিউরিটি প্রটোকল মেনে দুই দুই বার রিলোকেশনের চ্যালেঞ্জ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নির্ভরতার পরিচয় দেন এডমিন এন্ড ডিউটি অফিসার নূর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এই শিক্ষার্থীর স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিচালিত”ওহপড়সব এবহবৎধঃরহম অপঃরারঃরবং”, “সম্পদ ব্যবস্থাপনা” ধারণা উনামিড লিডারশীপ কতৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ এফপিইউ এর কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল হালিম। তার পরিকল্পনায় এবং ভিন্ন ভাষায় সাবলীল উপস্থাপনায় মঞ্চায়িত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভীনদেশীদের মাঝে বাংলা সংস্কৃতি প্রচারে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে বলে পুলিশ সুপার হালিম জানান।
‘প্রশংসা সনদ’ প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর জানান, ‘চেষ্টা করেছি মিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজে বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হতে। দীর্ঘ ২১ মাসের নিরলস পরিশ্রম, পেশাদারীত্ব আর দায়ীত্ববোধের অর্জিত শিক্ষা বয়ে নিয়ে যেতে চাই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। আজকের এই সনদ আর জাতিসংঘের শান্তি পদক প্রাপ্তি প্রেরণা জোগাবে বাংলাদেশ পুলিশের অগ্রযাত্রায় শামীল হতে।”

উল্লেখ্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই-আলম সিদ্দিকী মিশনে গমনের পূর্বে কুষ্টিয়া ভেড়ামারা সার্কেলে কর্মকালীন বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উন্মোচন করে কুষ্টিয়াবাসীর কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।